গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র | ০৩ |
| প্রস্তাবনা | ০৪ |
| সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি | ০৫ |
| সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব | ০৬ |
| সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা | ০৭,০৮,০৯,১০ |
| সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ | ১১ |
| সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি | ১২ |
| সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | ১৩ |
| সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ১৪,১৫ |
| সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ১৬ |
| সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ১৭ |
| সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ১৮ |
| সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ১৯ |

# কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

## সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

### সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

মেহেরপুর জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।
বিভিন্ন প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ অনুযায়ী মেহেরপুর জেলার পল্লী ও শহর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, মেহেরপুর জেলার জনগনকে সেবা প্রদান করে চলেছে। মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন কল্পে বর্তমানে এ বিভাগ কাজ করে চলেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবে এই বিভাগ কাজ করে। এছাড়াও প্রতি বছর মার্চ মাসে বিশ্ব পানি দিবস এবং অক্টোবর মাসে স্যানিটেশন মাস উদযাপনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও সু-স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বিগত ৩ (তিন) বছরে মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে ১০৬৪ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস স্থাপন এবং ০৩ টি কমিউনিটি টয়লেট, ২ টি পাবলিক টয়লেট এবং ১৫০০ টি ইমপ্রুভড ল্যাট্রিণ নির্মাণ । উক্ত সময়ে পৌর এলাকায় ০৭ টি উৎপাদক নলকূপ ও ৪৫ কি: মি: পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে, ৫ কি.মি পৌর ড্রেইণ নির্মাণ এবং ০১ টি ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঝিনাইদহ আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে ১০৬৪ টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

মেহেরপুর জেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল জেলাটির ভূ-গর্ভস্থ মাটির বিভিন্নতা যেমন: মাটির শক্ত লেয়ার, পাথুরে স্তর ইত্যাদি। যার কারনে ভূ-র্গভস্থ পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এছাড়া আয়রন ও আর্সেনিকের প্রতিবন্ধকতা তো আছেই। তাছাড়া ক্রমেই ভূ-র্গভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়ায় সুপেয় পানির স্তর না পাওয়ায় মাত্রারিক্ত আয়রন ও আর্সেনিক ইত্যাদির কারনে পানির উৎস স্থাপন করা এই অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়েনে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট" এর লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগে নির্মূল করা এবং নারী ও ঝুকিপূর্ন পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠির স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় উপর বিশেষ গুরুত্বরুপ করা।

**২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ**

**পানি সরবরাহ:**

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস স্থাপন – ৫০০ টি
- ওভার হেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ- ২টি
- পাইপ লাইন স্থাপন- ৬ কিঃমিঃ
- পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন- ৫২০ টি
- রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম-০২ টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা-১০২০ টি
- পৌর এলাকায় ড্রেনেজ নির্মাণ-৫ কি.মি.

**স্যানিটেশন :**

- পল্লী এলাকায় ইমপ্রুভড টয়লেট নির্মাণ-৩০০ টি
- পল্লী এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ- ২টি

## প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের মে মাসের ১০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: